Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের ভুমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা

রোলঃ ২১৫০০১৪০৭

৮ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের ভুমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা

রোলঃ ২১৫০০১৪০৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের ভুমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা, আইডিঃ ২১৫০০১৪০৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের ভুমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

খাদিজা

আইডিঃ ২১৫০০১৪০৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
পরিবারের ধারণা	৬
যেভাবে পরিবারের শুরু	৭
পারিবারিক বন্ধনে সম্প্রীতির জীবন	৭
পারিবারিক জীবন এবং নারী-পুরুষের দায়িত্ব	৮
পরিবারে মাতা-পিতা ও সন্তানদের পারস্পরিক সম্পর্ক	১০
সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা	১২
নৈতিক শিক্ষার প্রধান উৎস পরিবার	১৩
সন্তান-সন্ততিতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া	১৪
প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় পরিবার	১৫
পরিবারের মূল লক্ষ্য	১৬
নৈতিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র পরিবার	১৬
নৈতিক শিক্ষা	১৭
নৈতিকতা শিক্ষায় বাবা-মা’র করণীয়	১৮
সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ভূমিকা	২০
ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের তাৎপর্য	২২
সারকথা	৪১
তথ্যসূত্র	৪২

ভূমিকা

পরিবার গঠন ও রূপায়ন এবং তার সাফল্য ও ব্যর্থ্যতার কারন ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলার আগে একটি মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হবে; আর তা হচ্ছে সমাজ ও সামাজিক জীবনের সাফল্যের জন্যে পরিবার কি সত্যিই অপরিহার্য? সুষ্ঠু রীতি-নীতির ভিত্তিতে পরিবার গঠন না করে সামগ্রিক কল্যানের পথে অগ্রসর হওয়া কি সমাজের পক্ষে- সমাজের ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব? পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা কি আমাদের জীবনে এতই গভীর ও জটিল যে, তাকে উপেক্ষা করলে জীবন মহাশূন্যতায় ভরে যাবে? কিংবা এ বিষয়গুলো তেমন গুরুতর কিছু নয়; এবং সহজেই তাকে উপেক্ষা করা চলে? পরিবার ভেঙ্গে দেয়ার পর রাষ্ট্র ও সরকার কি সুষ্ঠু সামাজিক জীবন গঠনের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারবে?

যেহেতু সমাজের উন্নতি কিংবা পতনের ব্যাপারে পরিবার ও পারিবারিক জীবন যদি সত্যিই কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। আর যদি সমাজের সাফল্য ও সামাজিক জীবনের কল্যান লাভের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা গোটা সমাজের পক্ষেই মারাত্মক। কাজেই প্রশ্নটির জবাব নির্ধারণের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী- স্বামী ও স্ত্রী- সঠিক মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ-ও এ প্রশ্নের জবাবের ওপরই নির্ভরশীল।

মানব সমাজের ভিত্তি পরিবার। সুখি-সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম অথচ গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে গঠন করা। কেননা, আদর্শ সমাজের জন্য প্রয়োজন আদর্শ পরিবার। কারণ পরিবার এমন একটি জায়গা, যেখানে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা ও মায়া মমতায় ভরা এমন একটি সুসজ্জিত বাগানের নাম যেখানে প্রতিটি সদস্য তার চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। নৈতিক গুণাবলীসমৃদ্ধ হয়ে তারা পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে করে মোহিত, সুবাসিত। এটা এমন এক নিরাপদ আবাসস্থল, যা বাইরের যাবতীয় পঙ্কিলতা

ও আক্রমণ থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখে। তাই পরিবারবিহীন মানুষ নোঙরহীন নৌকা বা বৃন্তচ্যুত পাতার মতো স্থিতিহীন।

আল কুরআনে পরিবারকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং পারস্পরিক জীবনযাপনকারী নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়েকে বলা হয়েছে ‘দুর্গের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত লোকগণ’। দুর্গ যেমন শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য তার ভেতরে জীবনযাত্রাও সেরকম নিরাপদ, ভয়ভাবনাহীন ও সর্বপ্রকার আশঙ্কামুক্ত।

পরিবারের ধারণা

নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে একটি পরিবার। ইসলামী-সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইউনিট বা শাখা। পরিবারের জন্ম তথা উৎপত্তি বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে সামাজিক জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ইসলাম সমাজে বিবাহ প্রথাকে সহজতর করে দিয়েছে। কতিপয় নিকটাত্মীয় এবং পৌত্তলিক নারী ব্যতীত সকলের সাথে বিবাহ বন্ধনকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর পারিবারিক জীবনে যদি কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, যাতে কোন অবস্থাতে ঐক্যবিধান সম্ভব হয়ে না ওঠে, তাহলে পুরুষের জন্য তালাক এবং স্ত্রীর জন্য ‘খোলা’র দেনমোহর মাফ করে দেয়া বা অন্য কোন অর্থ) বা সম্পদ দানের মাধ্যমে স্বামীরনিকট তালাক গ্রহণ (অধিকার ইসলামে স্বীকৃত রয়েছে। এ ভাবেই ইসলাম নারী-পুরুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করেছে। ইসলাম পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার যে সুন্দরতম বিধান দিয়েছে তার ব্যতিক্রমে সামাজিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে এ পন্থায় নারী পুরুষের-অবাধ মেলামেশার ফলে উদ্ভূত সমস্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে এবং বিবাহ পদ্ধতিকেও সহজ করে দিয়েছে। এমনকি এক স্ত্রীতে যদি কারও বাস্তব অসুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে তাকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণেরও অনুমতি দিয়েছে। তবুও যদি কেউ শরীয়তের

নিয়ন্ত্রণসীমা অতিক্রম করে অবৈধ যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয় তাহলে তার জন্য কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত এরূপ অপরাধীর জন্য কশাঘাত এবং প্রস্তর আঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছে।

যেভাবে পরিবারের শুরু

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে কেন্দ্র করে প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য স্বামী ও স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি বললাম, 'হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে যা ইচ্ছে খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শামিল হবে।' (সুরা বাকারা: ৩৫)

এই পরিবার থেকে মানব জাতি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে (অধিকার) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' (সুরা নিসা : ১)

পারিবারিক বন্ধনে সম্প্রীতির জীবন

পরিবারই মানব সমাজের ভিত্তি। আদম-হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম মানব পরিবার গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজও এ পরিবার প্রথা চালু আছে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি, বিভিন্ন কারণে পাওয়া দুঃখ-বেদনায় যেখানে সবাই শান্তি খুঁজে—সেটা হলো পরিবার। পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকলে জীবন সুখময় হয়। পক্ষান্তরে পরিবারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকলে জীবন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ, বিষাদময়। এজন্য দরকার একটি আদর্শ পরিবার। যা হবে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির আকর।

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও দাদা-দাদী নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। 'পরিবার হলো পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান-সন্ততির সমষ্টি।'

পারিবারিক জীবন এবং নারী-পুরুষের দায়িত্ব

পারিবারিক জীবন এবং নারী-পুরুষের কর্মসীমা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলাম বিশেষ কতগুলো পথনির্দেশ প্রদান করেছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. আল্লাহ্ পুরুষকে পরিবার তথা সংসারের অভিভাবক করে সৃষ্টি করেছে। শুধু তা-ই নয়, অর্থোপার্জন এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের গুরুদায়িত্বও অর্পিত হয়েছে পুরুষের ওপর। মহান আল্লাহ বলছেন:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ﴾

"পুরুষরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল (কর্তৃত্বের অধিকারী) এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের কতককে (পুরুষকে) কতকের (নারীর) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা (নারীদের জন্য) তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে।" (নিসা: ৩৪)

আলোচ্য আয়াতে পরিবারের গণ্ডিতে নারীদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব যে পুরুষের তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আয়াতে পরিবারে নারীদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্বের বিষয়টি নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বের দিককে পরিবারের গণ্ডির বাইরে সকল ক্ষেত্রে (জ্ঞান, চরিত্র, কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা) সার্বিক ভাবার কোন অবকাশ নেই এবং কখনই তা সার্বিকভাবে সকল নারীর ওপর সকল পুরুষের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছে না। কারণ, পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের যে ক্ষেত্রগুলো বর্ণিত হয়েছে তা নারী-পুরুষ সকলের জন্য অর্জনযোগ্য বলেছে এবং হযরত মারইয়াম (আ.), হযরত আছিয়ার মত নারীদের পুরুষদের জন্যও আদর্শ গণ্য করেছে (সূরা তাহরীম: ১১ ও ১২)। তাছাড়া অনেক নারীই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে পারে বা প্রকৃতিগতভাবেই অধিকতর যোগ্যতার

অধিকারী হতে পারে। কিন্তু তার এ যোগ্যতা সত্ত্বেও পরিবারের দায়িত্বশীল পুরুষই থাকবে।

অপর পক্ষে নারীর ওপর অর্পিত হয়েছে ঘরকন্না, শিশুপালন, শিশুর শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক দায়িত্ব। মহানবি (সা.) বলেছেন: নারী তার স্বামীর গৃহের কর্ত্রী হিসাবে তার স্বামী ও সন্তানদের দায়িত্বশীল (বুখারী, হাদিস নং ৭১৩৮ ও মুসলিম, হাদিস নং ১৮২৯) অপর এক হাদিসে এসেছে যে, এক নারী মহানবি (সা.) এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমার এমন একটি প্রশ্ন আছে যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল নারীর প্রশ্ন আর তা হল: কেন ইসলাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে সওয়াবের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছে? কেননা অনেক কাজ আছে যাতে পুরুষরা সওয়াব লাভ করে কিন্তু নারীরা তা থেকে বঞ্চিত যেমন জিহাদ ও সীমান্তরক্ষা...।' মহানবি (সা.) বললেন: নারীর জন্য জিহাদ ও সংগ্রাম হল উত্তম পরিবার ব্যবস্থাপনা।

হযরত আলীও বলেছেন: আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়ের ওপরই জিহাদ ফরয করেছেন। তবে পুরুষের জন্য জিহাদ হল জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা ও নিহত হওয়া; কিন্তু নারীর জন্য জিহাদ হল উত্তমরূপে সংসার পরিচালনা করা। (ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১১তম খণ্ড, পৃ.১৫)

হযরত আলী নারীদের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন: নারীদের ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিও না। কেননা, তারা বসন্তের ফুলের ন্যায়, বলবান বীর নয়। (নাহজুল বালাগা, ৩১ নং পত্র)

ইসলাম নারীর ওপর পর্দার নির্দেশ জারি করেছে এবং তাকে সংসারের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ ছাড়া ইসলাম স্বাভাবিক অবস্থায় নারীকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছে, নিষেধ করেছে তার অলংকার ও রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করতে। হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে হলেও পর্দা রক্ষা করে যেতে বলা হয়েছে:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

‘নিজ নিজ ঘরে অবস্থান কর। অন্ধকার যুগের নারীরা যেভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বাইরে ঘোরাফেরা করত তদ্রূপ কর না।’ (আহযাব: ৩৩)

খ. নারী-পুরুষ তথা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর এই পারস্পরিক সম্পর্ককে উন্নত ও নিবিড় করার জন্য কুরআন মানব-মানবীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। উভয়কে উভয়ের প্রতি আন্তরিকতা এবং সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনের ভাষায়:

﴿...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...﴾

‘তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদস্বরূপ...।’ (বাকারা: ১৮৭)

পরিবারে মাতা-পিতা ও সন্তানদের পারস্পরিক সম্পর্ক

স্বামী-স্ত্রীর কর্মক্ষেত্র ও কর্মসীমা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সুষ্ঠু পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করার পর মাতা-পিতা ও ছেলে-মেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। পিতা-মাতার সাথে ছেলে-মেয়েদের কীরূপ সম্পর্ক এবং ব্যবহার হওয়া উচিত এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট এবং ব্যাপক শিক্ষা রয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের (মাতাপিতাকে) ‘উহ্’ করার মতো কষ্টদায়ক কথাও যেন বল না। অর্থাৎ তোমাদের কথা এবং কাজে এমন কিছু কর না যা তাদের জন্য মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে:

﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً﴾

‘তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।’ (বনি ইসরাঈল: ২৪)

এ ছাড়া পিতা-মাতা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ও মূলনীতির স্পষ্ট বিরোধী কোন নির্দেশ না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আদেশ অমান্য করা যাবে না। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা ও মূলনীতির স্পষ্ট পরিপন্থী কোন নির্দেশ পিতা-মাতা কর্তৃক ছেলে-মেয়েদের ওপর আরোপিত হলে তা পরিত্যাজ্য। অপর পক্ষে ছেলে-মেয়েদের সৎ ও উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম অন্ধকার যুগের অনুসরণে খাদ্যাভাব এবং দারিদ্র্যের ভয়ে শিশু তথা সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে। এরূপ কর্মকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাদের ছেলেমেয়েদের ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখা।

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ইসমাইল) তাঁর পরিবারবর্গকে নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান করার নির্দেশ দিতেন। (মারইয়াম: ৫৫)

এছাড়া কুরআন মুমিনদেরকে তাদের পরিবারের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দরতম দো'আ শিক্ষা দিয়েছে। দো'আটি এই:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا﴾

'...হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীবর্গ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আমাদের চক্ষুসমূহের উজ্জ্বলতা দান কর এবং আমাদের মুত্তাকী তথা খোদাপরায়ণ লোকদের ইমাম নিযুক্ত কর।' (ফুরকান: ৭৪)

আলোচ্য আয়াতে 'মুত্তাকী' অর্থে তাফসীরকারগণ পরিবারভুক্ত লোকদের বোঝাতে চেয়েছেন।

পরিবার সংগঠনের পর ইসলাম আত্মীয়বর্গের সাথে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে কোন তারতম্য করা হয়নি; বরং সকলই এর মধ্যে শামিল রয়েছে। ইসলামের উপস্থাপিত এই মূলনীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী রক্ত অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে একটি দৃঢ়বন্ধন এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। একই

পরিবারভুক্ত লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অগ্রগতির জন্য পরস্পরকে সহানুভূতিশীল এবং দয়াদ্রচিত্ত হওয়ার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে নিকট আত্মীয়ের হক অধিক। তাই নিকটাত্মীয়ের সাথে সমধিক সৌহার্দ্র্য রক্ষা করার জন্য কুরআনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

﴿...وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ...﴾

'...পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে ইহসান কর...।' (বাকারা: ৮৩)

সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ*وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

'যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল: হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক কর না, কেননা শিরক হল মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, অবশেষে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।' (লুকমান: ১৩-১৪)

এরপর বলা হয়েছে :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

'হে বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদ আপদে ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই এটা সাহসিতার কাজ। অহংকার ভরে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'(সূরা লোকমান : ১৭-১৮)

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার সম্পর্কে বলেছেন:

‘আর তোমার সন্তানের অধিকার হলো এটা জানবে যে, সে তোমার থেকেই এবং এই দুনিয়ায় তোমার সাথেই সম্পর্কযুক্ত, ভালো হোক আর চাই মন্দ হোক। তোমার উপরই তার পৃষ্ঠপোষকতার ভার। তাকে ভালভাবে প্রতিপালন এবং তার মহাপ্রতিপালকের প্রতি নির্দেশনা দানের মাধ্যমে এবং তাকে তোমার ব্যাপারে ও তাঁর নিজের ব্যাপারে আনুগত্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করার মাধ্যমে তুমি সওয়াব লাভ করবে। আর অবহেলা করলে শাস্তি পাবে। কাজেই তার জন্য এমন কোন কাজ করো যাতে অস্থায়ী এ দুনিয়ায় তার সুফল পায়, আর তোমার ও তার মধ্যে সম্পর্ককে শোভামণ্ডিত কর, যাতে প্রতিপালকের কাছে তাকে উত্তমরূপে পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার থেকে যে খোদায়ী ফল লাভ করেছ তার কারণে ক্ষমার পাত্র হতে পারো।’

সুতরাং ইসলাম পরিবারকে উত্তম সমাজের ভিত্তি বলে গণ্য করেছে এবং একে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিধানও বর্ণনা করেছে। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য পারিবারিক জীবনে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রগুলোকে আলাদা করেছে। ইসলামের পরিবার ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়কে তার আত্মিক অবস্থানুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তারা একে অপরের পরিপূরক। তারা স্ব স্ব স্থানে তাদের দায়িত্ব পালন করলেই কেবল একটি পরিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব

নৈতিক শিক্ষার প্রধান উৎস পরিবার

পরিবারের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের আহল (পরিবার পরিজন)-কে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা আত্ তাহরীম : ৬)

তবে কিভাবে এই আগুন থেকে মানুষ রক্ষা পাবে তার মৌলিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় সূরা লোকমানে উল্লেখিত হযরত লোকমানের উপদেশগুলোতে।

পরিবার প্রথার অবর্তমানে সমাজ টিকে থাকতে পারে না। সমাজ ও সংস্কৃতির সুস্থতার জন্য পরিবার অপরিহার্য।

মহান আল্লাহতায়ালা প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা, দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি মানুষের প্রকৃতিগত করে দিয়েছেন। এসব শুভ মানবিক গুণাবলীই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মর্যাদা দান করেছে। এসব গুণাবলী সংরক্ষণের জন্য যে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বস্তুত সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে পরিবার এবং পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। এই পরিবারেরই হয়ে থাকে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার হাতেখড়ি।

তাই পারিবারিক জীবনকে সুস্থ ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে গড়ে তোলা সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পরিবারকে সমাজ দেহের হার্ট এর সাথে তুলনা করা চলে। এই হার্ট যদি দুর্বল বা বিকল হয়ে পড়ে তাহলে পুরো সমাজ ব্যবস্থাই বিকল হয়ে যাবে।

সমাজ জীবনের মূল্যবোধের যত অবক্ষয় ঘটেছে তার অধিকাংশেরই কারণ বিশ্লেষণে দেখা গেছে দুর্বল পারিবারিক ব্যবস্থা।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে- ‘তার নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে- তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও করুণার সঞ্চার করে দিয়েছেন। (সূরা আর রূম : ২১)

সন্তান-সন্ততিতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া

সন্তান প্রাকৃতিকভাবেই নৈতিক চরিত্রবান হয়ে উঠতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ নিয়মে লালন-পালন উত্তম পারিবারিক শিক্ষা। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। কিভাবে দোয়া করতে হবে এ বিষয়ে সুরা আল ফোরকানের ৭৪ নং

আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা চক্ষুসমূহের শীতলতা দাও। আর আমাদেরকে আল্লাহভীরু লোকদের নেতা বানাও।'

পারিবারিক রীতি ও বন্ধন ছাড়া পবিত্র কুরআনের এসব নির্দেশ ও দৃষ্টিভঙ্গি কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারে না। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উন্নত চরিত্রসম্পন্ন জাতির অভ্যুদয় ঘটেছিল সুস্থ-সুন্দর ও পবিত্র পারিবারিক ভিত্তির উপর। বস্তুত উন্নত ও নৈতিক বোধসম্পন্ন এ পরিবার ও পারিবারিক জীবনই হলো সুস্থ সমাজের রক্ষাদুর্গ।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় পরিবার

বর্তমান সমাজে পরিবারের দায়িত্ববোধ কমে যাওয়ায় এবং এর গুরুত্বকে খাটো করে দেখায় এর প্রতি সদস্যদের আকর্ষণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে বাবা-মা-ভাই-বোন কেউই কারো প্রতি মায়া-মমতা, ভালোবাসা যথাযথ দায়িত্ববোধ অনুভব করছে না।

বস্তুবাদী এ সমাজের পেছনে ছুটতে ছুটতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ছেলেমেয়েরা মুরুব্বীদের পরোয়া করছে না। সামান্য ব্যাপারেই পরিবারব্যবস্থায় ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম মনুষ্যত্ব ও মানবতা বোধের পরিচয় দিতেও ব্যর্থ হচ্ছে। পরিবার থেকে পাচ্ছে না মানুষ হওয়ার প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের মুসলিম সমাজে পরিবার নামক দুর্গ এখনো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে না গেলেও এতে ঘুণ ধরে অনেকটা অন্তঃসারশূন্য করে দিচ্ছে। তার উপর আকাশ সংস্কৃতি ও মাদকের সর্বনাশা ছোবলে পরিবারের ভীতকে অনেকটা নড়বড়ে করে দিয়েছে। যার কারণে চারদিকে আজ হিংসাত্মক সংঘাতের ছড়াছড়ি। নৃশংসতার মাত্রা এতখানি এসে পৌঁছেছে যে কোথাও বাবা সন্তানকে, সন্তান বাবাকে, মা তার আদরের পেটে ধরা সন্তানকে গলাটিপে হত্যা করছে। এ অমানবিক বিপর্যয়ে গোটা দেশ যেন একটা পাগলা

গারদে পরিণত হতে যাচ্ছে। পারিবারিক দায়িত্ববোধের অভাবে এ অনৈতিকতার ছড়াছড়ি সর্বত্র।

পরিবারের মূল লক্ষ্য

পরিবার উদ্দেশ্যহীন কোন বন্ধনের নাম নয়। পারিবারিক জীবন যাপন নিছক পাশবিক লালসা সর্বস্ব নিরুদ্দেশ যৌন চর্চা নয়, বরং তার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সন্তান জন্মদান, সন্তানদের লালন-পালন ও তাদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে এমনভাবে যোগ্য করে তোলা যেন তারা ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ পরিবার হচ্ছে মূলত মানুষ তৈরির কারখানা। এই কারখানায় পরিবারের প্রধান কর্ণধার পিতা ও মাতা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নতুন বংশধারাকে মৌলিক আকীদা শিক্ষা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও আদব আখলাক, শিক্ষা, শিশুর নৈতিক প্রেরণা উজ্জীবিত করা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি, ত্যাগ কুরবানী, ধৈর্য্য ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশিক্ষণ দেবেন।

নৈতিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র পরিবার

পরিবারই হচ্ছে শিশুর প্রাথমিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এখান থেকেই তার চরিত্রের ভিত্তি গড়ে উঠে। তাই পরিবারে পিতামাতার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে ছোট থেকেই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।'

আল কুরআনের এ আয়াতের অর্থই হচ্ছে- তোমরা তোমাদের নিজেদের ও পরিবার পরিজনদের সুশিক্ষা ও ভালো অভ্যাসের সাহায্যে পরকালীন জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হযরত আলী (রা.) এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, 'তোমরা নিজেরা শেখো ও

পরিবারবর্গকে শিখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতিনীতি এবং তাদের সে কাজে অভ্যস্ত করে তোল।' সন্তান সন্তুতিকে উন্নতমানের ইসলামী আদর্শ শিক্ষাদান ও ইসলামী আইন-কানুন পালনে আল্লাহকে ভয় ও রাসূলে করীম (সা.)-কে অনুসরণ করে চলার জন্য অভ্যস্ত করে তোলা পিতামাতারই কর্তব্য। এটা হচ্ছে পিতামাতার প্রতি সন্তানের বড় হক।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের সম্মান করো এবং তাদের ভালো স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দাও। তাই দেখা যায় যে পরিবার সন্তানের নৈতিকতা গঠনের ব্যাপারে যত্নশীল সে পরিবারের সন্তানেরাও উন্নত মানুষ হিসেবে সমাজে তত বেশী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত।

নৈতিক শিক্ষা

নৈতিক শিক্ষা বলতে বোঝায় এমন ধরনের উন্নত আচরণের শিক্ষা, যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে ভালো-মন্দ পার্থক্য বোধের সৃষ্টি হবে এবং যা তাকে সমাজে অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য বা কাঙ্ক্ষিত আচরণে অভ্যস্ত করে তুলবে।

মূলত, যে শিক্ষা মানুষকে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে শেখায় এবং এমন উন্নত আচরণের শিক্ষা দেয়, যা অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও কাঙ্ক্ষিত। এ সমস্ত নৈতিক গুণাবলীগুলো হচ্ছে সত্যবাদিতা, সাহসিকতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সুবিচার, ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্য্য বা সংযম শক্তি, অর্ন্তদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, দৃঢ়তা,উচ্চাশা, ভ্রাতৃত্ব, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের শরীরে এমন একটি জিনিস আছে যা অসুস্থ হলে গোটা দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং যা সুস্থ থাকলে গোটা দেহই সুস্থ থাকে সেটা হচ্ছে ক্বলব বা অন্তঃকরণ।

নৈতিকতা শিক্ষায় বাবা-মা'র করণীয়

যেহেতু শিশুর নৈতিকতা গঠনে বাবা-মায়ের দায়িত্ব সর্বাগ্রে তাই প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত বিবাহপূর্বে বা সন্তান গর্ভে আসার পূর্বেই এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন।

মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলার কাজটি এত সহজ নয়। তার ওপর আমাদের সমাজের অনৈতিক পরিবেশ, শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি সব মিলিয়ে একটা নেতিবাচক পরিবেশ থেকে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে যদি না পরিবারে একেবারে ছোট কিংবা আরো পূর্বে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই এ প্রস্তুতি নেয়া না হয়। উত্তম পরিকল্পনার স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে গুরুত্বের সঙ্গে এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। তাই এ কথা বলতেই হবে পরিবার নামক গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠান চালাতে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় দিকগুলো হচ্ছে-

১. পরিবারকে শিশুর জন্য লালন পালনে সুন্দর ও উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা।

২. পরিবারকে ভক্তি ও ভালোবাসার আকর্ষণীয় কেন্দ্রবিন্দু বানানো।

৩. পরিবারে শিশুর প্রতিপালনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. পিতামাতার পাশাপাশি সর্বোত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এলাকার শ্রেষ্ঠ মেধাবী ও শক্তিমান শিক্ষকদের দ্বারা।

৫. সবার আগে পিতামাতাকে সন্তানের কাছে নিজেকে মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

৬. পরিবারের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করা।

৭. মাঝে মাঝে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণ মিটিং এর প্রয়োজন।

৮. সন্তানকে বেশি বেশি সাহচর্য দিন।

৯. "নিজে আচরি ধর্ম অপরকে শেখাও" এ মূলমন্ত্র ধরে নিজেদের উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

১০. পরিবারের সদস্যদের সংশোধনের প্রচেষ্টার সিস্টেম হচ্ছে- (ক) উত্তম ভাষায় নসীহত (খ) প্রয়োজনীয় শাসন ও (গ) ক্ষমা।

১১. সন্তানকে ভালো একটি ফ্রেন্ড সার্কেল গড়ে দিতে হবে। কারণ হাদীসে আছে, মানুষ তার বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব, তাকে ভেবে দেখতে হবে কাকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে।

সর্বোপরি পরিবারে সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে হযরত লোকমান হাকীমের নসীহতগুলো গ্রহণ করতে হবে। হযরত লোকমান হাকীম তার সন্তানদের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা সূরা লোকমান আকারে তুলে ধরেছেন-

১. হে প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না। কেননা শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম।

২. হে পুত্র! একটু পরিমাণ শিরক কোনো জিনিসেও যদি কোনো প্রস্তরের অভ্যন্তরে কিংবা আসমান-জমীনের কোনো এক নিভৃত কোনেও লুকিয়ে থাকে, তবুও আল্লাহ তাআলা তা অবশ্যই এনে হাজির করবেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী। গোপন জিনিস সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবগত।

৩. হে পুত্র! নামায কায়েম করো।

৪. ভালো কাজের আদেশ করো আর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকো।

৫. যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্চনা আসবে এ কাজে তা সব উদারভাবে বরদাশত করো। কেননা এটি এমন কাজ, যা সম্পন্ন করা একান্তই জরুরি ও অপরিহার্য।

৬. লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করো না, অহংকার করে ঘৃণাভরে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

৭. জমিনের উপর গৌরব ও অহংকারে স্ফীত হয়ে চলাফেরা করো না। কেননা আল্লাহ যেকোনো অহংকারীকে মোটেই পছন্দ করেন না তাতে সন্দেহ নেই।

৮. চলনে-বলনে সবসময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।

৯. তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো। কেননা সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে গাধার কর্কশ আওয়াজ।

হযরত লোকমানের এ নসীহতটি শিশুর নৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ছোটবেলা থেকেই অন্তরে গেঁথে নিতে হবে। পরিবারে বাবা-মায়ের দায়িত্ব সন্তানকে যতদূর সম্ভব চরিত্রসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা। তবে এ কর্তব্য পালনে তার নিজের চেষ্টা সাধনা ও যত্নের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হলে চলবে না। আমাদের এ ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ের মতো আল্লাহর উপরই ভরসা বা নির্ভরতা স্থাপন করতে হবে।

সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ভূমিকা

মানুষ যেমন পরিবারের সদস্য তেমনি সমাজেরও সদস্য। মানুষের রয়েছে পারিবারিক দায়িত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ব। এ পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বের মিশ্রণ এবং বৈপরীত্যও রয়েছে, যা অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি ও সীমালঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পরিবারে পিতার যেমন একটি অবস্থান রয়েছে তেমনি রয়েছে মায়ের ও ছেলে-মেয়েদের, তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে পারিবারিক আলাদা ও ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব ও ভূমিকা, যা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকার সাথে মিলে না।

অতএব, পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে বাবার সম্পর্ক হচ্ছে আত্মিক সম্পর্ক, সম্মান মর্যাদা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক, তেমনিভাবে পরিবারে, মা-মেয়ে, ভাই-বোন ইত্যাদির সম্পর্ক যা সামাজিক সম্পর্কের সাথে মিলবে না। কারণ, সামাজিকভাবে অনেক সময় বাবার চেয়ে ছেলের অবস্থান মায়ের চেয়ে মেয়ের অবস্থান স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর অবস্থান অনেক উন্নত ও ঊর্ধ্বে হতে পারে তাদের প্রত্যেকের বিবেক বুদ্ধি সামর্থ্য ইত্যাদি অনুযায়ী। তাদের এ সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব ও ভূমিকার মিশ্রণ ও বৈপরীত্য কোনোও কোনোও সময় পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি, মনোমালিন্য, অনধিকার চর্চা, সীমালঙ্ঘন ও পারিবারিক দুর্বলতা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে।

পুরুষ হচ্ছে পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারের ছেলে-মেয়ের বংশ পরিচয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীকে পরিচালনা করা, তাদের যথাযথ শান্তি নিরাপত্তা, উন্নতি অগ্রগতি ইত্যাদি নিশ্চিত করা, এমনকি পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে স্বামী। কারণ, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি তাদের নিরাপত্তা, শান্তি, উন্নতি, অগ্রগতি ইত্যাদি নির্ভর করে পরিবারের পুরুষ বা স্বামীর ওপর। আর এসব কিছুর ওপর নির্ভর করে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই ব্যক্তি ও সমাজকে গঠন করতে হলে পরিবারকে গঠন করতে হবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, সাধারণত পুরুষ এবং মহিলা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের লোক। পুরুষ হচ্ছে একক স্বভাবের লোক আর নারী হচ্ছে দ্বৈত স্বভাবের লোক। পুরুষের রয়েছে শুধুমাত্র কাজের ক্ষমতা। আর নারীর রয়েছে কাজ ও সন্তান প্রসবের ক্ষমতা। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী সন্তান প্রসব এবং তার লালন পালনের অর্থাৎ মাতৃত্বের যোগ্যতা নিয়েই জীবন-যাপন করে। সন্তান প্রসবে এবং আদর-যত্ন, লালন-পালনে নারী ও মাতৃত্বের বিকল্প নেই। এজন্যই একটি সন্তানকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে হলে, নারী ও মাতৃত্বকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তাই একজন মা বা নারীকেও তার আত্মিক, মানসিক, বৈষয়িক সবকিছু উজাড় করে সন্তান লালন-পালন করতে হবে। এজন্যই নারীকে পুরুষের থেকে আলাদা করা যাবে না। নারীকে পুরুষ থেকে আলাদা করা বা দূরে রাখার মানেই হচ্ছে নারীর ওপর এবং সন্তান সন্ততির ওপর মানসিক ও বৈষয়িক-ভাবে যুলুম করা। সুতরাং নারীকে পুরুষেরই কর্তৃত্বাধীন ও ছত্র-ছায়ায় রাখতে হবে।

অপর দিকে পুরুষ হচ্ছে শুধুমাত্র কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন একক স্বভাবের অধিকারী। পুরুষের মধ্যে সন্তান গর্ভধারণের ক্ষমতা নেই। এজন্য পুরুষকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে যোগ্যতা-সম্পন্ন ও শক্তিশালী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী তার যথাযথ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করে তা'লীম-তরবিয়তের আদর যত্ন ও লালন পালনের মাধ্যমে একটি সন্তানকে তার প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তারই মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব

তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বামীকে বা পুরুষকে সহযোগিতা করতে হবে। এটিই হচ্ছে একটি পরিবারের আসল ও মূল কথা এবং স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের মৌলিক দায়িত্ব।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের তাৎপর্য

(এক)

ইসলাম সমাজের জন্য কতগুলো মূলনীতি প্রণয়ন করেছে। এই মূলনীতিগুলো প্রশস্ত এবং ব্যাপক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ :

১. সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন। দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তা স্থায়ী হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া। পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আকীদা-বিশ্বাস তথা মতবাদগত ঐক্য ও সংহতি অপরিহার্য। এজন্যই দেখতে পাচ্ছি পবিত্র কুরআন মানব সমাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে- মুমিন এবং কাফের।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ

'তিনিই (আল্লাহ্) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মুমিন...।'(সূরা তাগাবুন : ২)

কুরআনে মুমিনদেরকে পরস্পর ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই...।'(সূরা হুজুরাত : ১০)

কুরআনে অন্যত্র মুমিনদের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে, তারা যেন মুমিনদের পরিত্যাগ করে কাফের তথা আল্লাহর অবাধ্যদের সাথে গাঢ় বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা না করে।

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

'বিশ্বাসীরা যেন বিশ্বাসীদের ছেড়ে অবিশ্বাসীদের নিজেদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করে...'(সূরা আলে ইমরান : ২৮)

কেননা, আকীদা-বিশ্বাস, মতবাদ এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নেই। এ অসামঞ্জস্যতার ফলে তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক পাতাতে গেলে তারা মুমিনদেরকে তাদের মূল জীবনাদর্শ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। ফলে মুমিনের জন্য আসবে বৈষয়িক ও পরকালীন বিপর্যয়।

২. ইসলাম মানব জীবন তথা মানুষের সমাজকে একটি মূল লক্ষ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত ও বিন্যস্ত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার বা খানদানই হচ্ছে সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক প্রয়োগক্ষেত্র। আর পরিবারের উৎপত্তি ও সৃষ্টি হচ্ছে নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ ও বৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে। নারী-পুরুষের এ সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি পরিবারের ভিত্তি রচিত হবার পর পবিত্র কুরআন উভয়ের শারীরিক ও মানসিক উপযোগিতার প্রেক্ষিতে তাদের নিজ নিজ কর্মসীমা ও কর্মক্ষেত্র পৃথক ও নির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ পুরুষের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে পুরুষের উপযোগী কর্ম। আর নারীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রকৃতিগতভাবে যা তার জন্য উপযোগী ও সহজ। কুরআনের এই কর্মবণ্টন নীতির প্রেক্ষিতে ঘরকন্না, শিশু পালন, পারিবারিক শিক্ষা এবং অন্যান্য সাংসারিক দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে নারী জাতির প্রধানতম কর্তব্য। আর এই সব দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে হলে গৃহ পরিমণ্ডলকেই (Circle) নারী জাতি তার প্রধানতম কর্মক্ষেত্র হিসেবে আঁকড়ে থাকবে। পরিমণ্ডলকে সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত ভেবে বাইরে পা বাড়াতে গেলেই অপরদের অর্থাৎ পুরুষদের সাথে তার সংঘর্ষ বাধতে বাধ্য। সে সংঘর্ষের কারণ হয়তো ভিন্নতর হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে যে একদিকে নারী জাতির অমর্যাদা হয় এবং অপরদিকে মানব সভ্যতার প্রাথমিক স্তর পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয় সেটা কিছুতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। কুরআনে এজন্যই নারীদের বলা হয়েছে : 'তোমরা নিজ নিজ গৃহ-পরিমণ্ডলে অবস্থান কর।'(সূরা আহযাব : ৩৩)

৩. কুরআনের উপস্থাপিত মূলনীতি অনুসারে সমস্ত মানুষই হযরত আদমের সন্তান বা বংশধর। মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই- সকলেই সমান। সুতরাং বর্ণ-গোত্র-অঞ্চল-ভাষা প্রভৃতির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা অবৈধ ও অন্যায়। এ পার্থক্য শুধু যে পরিচয়ের জন্য- এটা পবিত্র কুরআনেই উল্লিখিত হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত উপরিউক্ত মূলনীতি অনুসারে মানুষে মানুষে প্রভেদ ও পার্থক্যের মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান ও প্রতিটি কাজে খোদাভীতিপূর্ণ সতর্কতা- যাকে কুরআন 'তাকওয়া' বলে উল্লেখ করেছে। তাকওয়া, সৎকর্ম ও স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি গুণের ভিত্তিতেই এক মানুষ অন্য মানুষের ওপর মর্যাদার অধিকারী। মানবিক মর্যাদার মাপকাঠি পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'হে মানুষ! আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরস্পরের পরিচয় জানতে পার। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী তথা আল্লাহর নির্দেশ পালনে সতর্ক ব্যক্তিই তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।'(সূরা হুজুরাত : ১৩)

নবী করীম (সা.) এভাবে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন : অনারববাসীর ওপর কোন আরববাসীর বৈশিষ্ট্য নেই বরং আরববাসীর ওপরও অনারবদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। হ্যাঁ, একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই তা হতে পারে। অর্থাৎ বর্ণ-গোত্র-ভাষা-অঞ্চল প্রভৃতির পার্থক্যের অজুহাতে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা চলবে না। মহানবী এটাকে কুসংস্কার এবং বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন।

৪. কুরআনের সামাজিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বমানবতার মধ্যে সাম্যবিধান এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। কুরআন মানুষকে সৃষ্টির সেরা তথা 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলে ঘোষণা করেছে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ..... وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

'নিশ্চয়ই আমরা বনি আদমকে মর্যাদা দান করেছি... এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'(সূরা বনি ইসরাইল : ৭০)

কুরআনের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়নি। কোন কোন দার্শনিক নারীকে পাপের আকর, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের তুলনায় হীন, অর্থাৎ নারী হয়ে জন্মানো অতীব দূষণীয় এবং অপরাধ প্রভৃতি বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু কুরআন সেখানে বলেছে : 'তারা (নারীরা) তোমাদের ভূষণ।'(সূরা বাকারা : ১৮৭)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিজে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ তাদের ফায়সালা খুবই নিকৃষ্ট।'(সূরা নাহল : ৫৮-৫৯)

ইসলাম এই বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রথাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সমাজে নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সমাজকে নারীর মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর। এতে কারও অংশীদারিত্ব কর্তৃত্ব নেই। সকলের প্রতিপালনের ভার তাঁরই ওপর ন্যস্ত এবং তিনি সকলকে সমভাবেই ভালবাসেন।

(দুই)

৫. নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে একটি পরিবার। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইউনিট বা শাখা। পরিবারের জন্ম তথা উৎপত্তি বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে সামাজিক জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ইসলাম সমাজে বিবাহ প্রথাকে সহজতর করে দিয়েছে। কতিপয় নিকটাত্মীয় এবং পৌত্তলিক মহিলা ব্যতীত সকলের সাথে বিবাহ

বন্ধনকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর পারিবারিক জীবনে যদি কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, যাতে কোন অবস্থাতে ঐক্যবিধান সম্ভব হয়ে না ওঠে, তাহলে পুরুষের জন্য তালাক এবং স্ত্রীর জন্য 'খোলা'র অধিকার ইসলামে স্বীকৃত রয়েছে। এ ভাবেই ইসলাম নারী-পুরুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করেছে। ইসলাম পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার যে সুন্দরতম বিধান দিয়েছে তার ব্যতিক্রমে সামাজিক পবিত্রতা ক্ষুন্ন হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে এ পন্থায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে উদ্ভূত সমস্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে এবং বিবাহ পদ্ধতিকেও সহজ করে দিয়েছে। এমনকি এক স্ত্রীতে যদি কারও বাস্তব অসুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে তাকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণেরও অনুমতি দিয়েছে।

৬. পারিবারিক জীবন এবং নারী-পুরুষের কর্মসীমা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলাম বিশেষ কতগুলো পথনির্দেশ প্রদান করেছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত দিকগুলো আলোচনা করা হলো :

ক. আল্লাহ্ পুরুষকে পরিবার তথা সংসারের অভিভাবক করে সৃষ্টি করেছে। শুধু তা-ই নয়, অর্থোপার্জন এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের গুরুদায়িত্বও অর্পিত হয়েছে পুরুষের ওপর। অপর পক্ষে নারীর ওপর অর্পিত হয়েছে ঘরকন্না, শিশুপালন, শিশুর শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক দায়িত্ব। ইসলাম নারীর ওপর পর্দার নির্দেশ জারি করেছে এবং তাকে সংসারের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ ছাড়া ইসলাম স্বাভাবিক অবস্থায় নারীকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছে, নিষেধ করেছে তার অলংকার ও রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করতে। হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে হলেও পর্দা রক্ষা করে যেতে বলা হয়েছে :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

'নিজ নিজ ঘরে অবস্থান কর। অন্ধকার যুগের নারীরা যেভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বাইরে ঘোরাফেরা করত তদ্রূপ কর না।'(সূরা আহযাব : ৩৩)

খ.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আল্লাহর বহুবিধ নিদর্শনের মধ্যে এও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য নারী (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। উদ্দেশ্য, তোমরা তাদের দ্বারা আনন্দ ও শান্তি লাভ করবে। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতির উদ্রেক করেছেন।'(সূরা রূম : ২১)

বলাবাহুল্য স্বামী-স্ত্রী উভয় উভয়ের জন্য শান্তির আধার।

গ. নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ উপভোগ, যৌন সম্ভোগ এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করাই নয়, স্বয়ং একে ইসলামী শরীয়া একটি তামাদ্দুনিক/ সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেই গণ্য করেছে। এর মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বংশধারা সংরক্ষণ। এই উদ্দেশ্য ঠিক তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে, যখন নারীসমাজ একমাত্র সন্তান জন্ম দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে না করে; বরং সন্তান জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে তার শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রতিপালনের সুষ্ঠু দায়িত্বও নারীকে পালন করতে হবে। এ কারণেই কুরআনে নারীকে (মানব বংশ উৎপাদনের) 'ক্ষেত্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বিশেষ প্রক্রিয়া ও কর্মপ্রণালীর মাধ্যমে ক্ষেত থেকে যেমন ফসল উৎপন্ন হয়, তেমনিভাবে নারী জাতির ক্রোড় থেকেও আদম সন্তানকে উপযুক্তভাবে তৈরি হয়ে সমাজে পদার্পণ করা উচিত।

ঘ. ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মধ্যে যাবতীয় দিক দিয়ে সমভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলাম পুরুষদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিশেষ কারও প্রতি ঝুকে পড়তে নিষেধ করেছে। আদেশ করা হয়েছেঁ ভারসাম্য রক্ষার জন্য।

وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

'...তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড় না এবং অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখ না।...'(সূরা নিসা : ১২৯)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনকি এটা এক পর্যায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদেরও কারণ হয়ে যেতে পারে। যদি এই রূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে তা ভব্যজনোচিত এবং পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেই হতে হবে। এমনকি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে যা ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

'তোমরা স্ত্রীদের যা কিছু দান করেছ তা ফেরত নিও না।' বরং আরও অতিরিক্ত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে :

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

'...তাদেরকে আরও কিছু মালসামগ্রী প্রদান করে সুন্দর তথা ভদ্রভাবে বিদায় দাও।'(সূরা আহযাব : ৪৯)

(তিন)

৭. স্বামী-স্ত্রীর কর্মক্ষেত্র ও কর্মসীমা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সুষ্ঠু পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করার পর মাতা-পিতা ও ছেলে-মেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। পিতা-মাতার সাথে ছেলে-মেয়েদের কীরূপ সম্পর্ক এবং ব্যবহার হওয়া উচিত এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট এবং ব্যাপক শিক্ষা রয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের (মাতাপিতাকে) 'উহ্' করার মতো কষ্টদায়ক কথাও যেন বল না।(সূরা বনি ইসরাইল : ২৩) অর্থাৎ তোমাদের কথা এবং কাজে এমন কিছু কর না যা তাদের জন্য মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে :

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল : হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।'(সূরা বনি ইসরাইল : ২৪)

এ ছাড়া পিতা-মাতা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ও মূলনীতির স্পষ্ট বিরোধী কোন নির্দেশ না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আদেশ অমান্য করা যাবে না। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা ও মূলনীতির স্পষ্ট পরিপন্থী কোন নির্দেশ পিতা-মাতা কর্তৃক ছেলে- মেয়েদের ওপর আরোপিত হলে তা পরিত্যাজ্য। অপর পক্ষে ছেলে-মেয়েদের সৎ ও উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম অন্ধকার যুগের অনুসরণে খাদ্যাভাব এবং দারিদ্র্যের ভয়ে শিশু তথা সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে। এরূপ কর্মকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাদের ছেলেমেয়েদের ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখা।

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ইসমাইল) তাঁর পরিবারবর্গকে নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান করার নির্দেশ দিতেন। এছাড়া কুরআন মুমিনদেরকে তাদের পরিবারের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দরতম দো'আ শিক্ষা দিয়েছে। দো'আটি এই :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'...হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীবর্গ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আমাদের চক্ষুসমূহের উজ্জ্বলতা দান কর এবং আমাদের মুত্তাকী তথা খোদাপরায়ণ লোকদের ইমাম নিযুক্ত কর।'(সূরা ফুরকান : ৭৪)

আলোচ্য আয়াতে 'মুত্তাকী' অর্থে তাফসীরকারগণ পরিবারভুক্ত লোকদের বোঝাতে চেয়েছেন।

৮. পরিবার সংগঠনের পর ইসলাম আত্মীয়বর্গের সাথে সৌহার্দ্র্য প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে কোন তারতম্য করা হয়নি; বরং সকলই এর মধ্যে শামিল রয়েছে। ইসলামের উপস্থাপিত এই মূলনীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী রক্ত অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে একটি দৃঢ়বন্ধন এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। একই পরিবারভুক্ত লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অগ্রগতির জন্য পরস্পরকে

সহানুভূতিশীল এবং দয়াদ্রচিত্ত হওয়ার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে নিকট আত্মীয়ের হক অধিক। তাই নিকটাত্মীয়ের সাথে সমধিক সৌহার্দ্য রক্ষা করার জন্য কুরআনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

'...পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে ইহসান কর...।'(সূরা নিসা : ৩৬)

৯. পরিবার এবং নিকটাত্মীয়দের পারস্পরিক সম্পর্কের পর আমাদের সামনে উপস্থিত হয় উপরিউক্ত পরিবারগুলোর সাথে নিকট প্রতিবেশী, দূরতম প্রতিবেশী এবং পরিচিত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। কুরআন নিকট প্রতিবেশীর এবং দূরতম প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এমনকি পরিচিত এবং আগন্তুক তথা মুসাফিরদের সাথেও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ কুরআনে রয়েছে।

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'এবং পিতামাতা,.ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট প্রতিবেশী, দূরতম প্রতিবেশী, একত্রে বসবাসকারী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি ইহসান তথা উত্তম ব্যবহার কর...।'(সূরা নিসা : ৩৬)

ইসলামী সমাজের প্রতি পাড়ায় পাড়ায় নির্মিত হয় মসজিদ। এই মসজিদই হচ্ছে একই পাড়াভুক্ত লোকদের পবিত্রতম মিলনকেন্দ্র। এখানে উপস্থিতির মাধ্যমেই একে অন্যকে জানবার সুযোগ পায়, পায় দুঃখে সুখে সমভাগী হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ।

১০. সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে এই সম্পর্কেও ইসলামে নির্দিষ্ট ভূমিকা ও বিধান রয়েছে। সমগ্র মুসলমান একে অন্যের ভাই। অতএব, একে অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সালাম বিনিময়ের নির্দেশ রয়েছে। মানবীয় সমাজের কোন মানুষ যাতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয়ে কষ্ট না পায় সে জন্য যাকাতের মতো উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'সাদাকাসমূহ (যাকাতসমূহ) কেবল অভাবগ্রস্ত (ফকির), মিসকিন (নিঃস্ব), এ সংক্রান্ত (যাকাত আদায়কারী) কর্মচারী এবং যাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করতে হয় এবং দাসদের মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য, আল্লাহর পথে এবং অসহায় মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত ফরয এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'(সূরা তাওবা : ৬০)

যাকাতের এই আটটি খাতের যথাযথ বাস্তবায়ন হলে কোন সমাজই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হতে পারে না। এটা কুরআন পাকের একটি বিরাট সামাজিক শিক্ষা।

(চার)

১১. একটি জনকল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌল উদ্দেশ্য। সুতরাং ধনতন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী (সমাজতন্ত্রী) সমাজের মতো ইসলাম কখনও অচল, অক্ষম এবং দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের উপেক্ষা করতে পারে না। এ সব লোকের জন্য ইসলাম বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে।

فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

'যে সব লোক ইয়াতিম-অনাথদের ভর্ৎসনা ও হুমকি প্রদান করে এবং অসহায় লোকদের প্রতি খাদ্য সরবরাহ করতে উৎসাহিত করে না।'(সূরা মাউন : ২-৩)

তারা মূলত পরকালকে ভয় করে না। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'তাদের ধন-সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।'(সূরা যারিয়াত : ১৯)

অভাবী ও অক্ষম লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার উদ্দেশ্যেই ইসলাম যাকাত এবং সাদাকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

'সাদাকাসমূহ (যাকাতসমূহ) কেবল অভাবগ্রস্ত (ফকির), মিসকিনদের (নিঃস্ব) জন্য...' (সূরা তাওবা : ৬০)

১২. মোটকথা, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, বর্ণ গোত্র-ভাষা এবং আঞ্চলিক মনোবৃত্তি তথা সংকীর্ণতার পরিবর্তে ঈমানের দৃঢ়তা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ, পারিবারিক সংবিধান তথা ঐক্য ও সংহতি, পারস্পরিক সম্পর্কের অগ্রগতি, নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র এবং মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব প্রভৃতির ওপরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌল ভিত্তিসমূহ প্রোথিত। একজন সত্যিকার মুসলিম যেমনি করে নিজের পরিবার এবং পাড়া- প্রতিবেশীর জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে তেমনি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে সে বিশ্বমানবতার জন্য। সমাজ-সংহতির মৌল ভিত্তিই হচ্ছে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্র্য। যে সমাজের প্রতিবেশীরা পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত সে সমাজকে ইসলামী সমাজ বলে গণ্য করা যায় না।

১৩. এই হচ্ছে কুরআনে উপস্থাপিত সমাজ ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো। মুসলিম সমাজ জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে এর কিরণমালা আজও পরিদৃষ্ট হচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়ে গেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে মুসলমানদের সামষ্টিক ও রাজনৈতিক প্রবাহ। এমনকি কতিপয় মুসলিম সমাজ তো শতাব্দীর পর শতাব্দী অমুসলিমদের অধীনে অতিবাহিত করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এর অস্তিত্ব বিলোপ করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন ইসলামী সমাজের জন্য কতকগুলো মজবুত এবং দৃঢ় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এর বদৌলতেই অত্যন্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত দিকগুলো আলোচনা করা হলো :

ক. ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহর আকৃতিতে ইসলামী জীবনাদর্শের ধারণাকে সঞ্জীবিত রেখেছে। মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস জিইয়ে রাখা এবং তাদের সৎ ও যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার নিমিত্ত রাসূলের সুন্নাহ চিরদিন অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে। মোদ্দাকথা, রাসূলের সুন্নাহ চিরদিন মুসলমানদের জন্য সঞ্জীবনী শক্তি ও পাথেয় হিসাবে

কাজ করে আসছে। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন সে (রাসূল) তোমাদের এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করে যা তোমাদের জীবিত করে।'(সূরা আনফাল : ২৪)

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ইসলামী সমাজ জীবন লাভ করে থাকে। আর ইসলামের ইতিহাসে এর নজির দুর্লভ নয়। খাঁটি ও অকৃত্রিম মুসলমান স্মরণাতীতকাল থেকে এর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে- সদাচার, মহানুভবতা, আতিথেয়তা, বড়কে সম্মান ও গুরুজনকে ভক্তি করা এবং ছোটদের স্নেহ করার মতো সদাচারগুলো মুসলমানরাই চিরদিন লালন করে এসেছে।

খ. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের অন্যতম উপায় হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গবেষণার ব্যাপক প্রসার। কুরআনের প্রথম বাণীই হলো 'পাঠ কর'(সূরা আলাক : ১), জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ইসলাম কী ভূমিকা পোষণ করে এ দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। মহানবী (সা.) জ্ঞান সাধনা ও শিক্ষা অর্জনকে অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয়নি।

গ. মুসলমানদের একে অন্যকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কুরআন নির্দেশ দিয়েছে। সাধ্যানুসারে প্রতি মুসলমানের ওপরই এটা অবশ্য কর্তব্য। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় খাঁটি ও অকৃত্রিম মুসলমানগণ চিরদিনই এ কাজ সম্পাদন করে আসছে। অন্যায় ও গর্হিত কর্মকে সমাজদেহ থেকে উচ্ছেদ ও নির্মূল করার জন্য তারা স্বীকার করেছে বহু ত্যাগ ও তিতীক্ষা, এর সাথে সাথে তারা সৎ কর্মের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে নিজেদেরকে বিলক্ষণ নিয়োজিত রেখেছে। এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম মুসলিম সমাজে আজও অব্যাহত রয়েছে।

ঘ. ইসলামী শরীয়া সমাজ জীবনের মৌল ভিত্তি হিসাবে পরিবারকে অত্যন্ত মজবুত সংগঠনরূপে গড়ে তোলার প্রত্যাশী। এর ফলেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের পরিবার সংগঠনগুলো সমাজের শক্তিশালী ইউনিট হিসেবে টিকে রয়েছে। ইউরোপ বা অন্যান্য সমাজের মতো তা শিথিল ও বিচ্ছিন্ন-বিধ্বস্ত হয়ে যায়নি। আর এ

কারণেই ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহ অনেকাংশে শিথিল ও স্তব্ধ হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের পরতে পরতে ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রাণস্পদন মৃদু মৃদু হলেও তা স্পন্দিত হচ্ছে।

আল কুরআনের সামাজিক শিক্ষার মধ্যে ইয়াতিম, মিসকিন, অসহায়-দারিদ্র্যের বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহ্পাক কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এদের ব্যাপারে সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন; শুধু তা-ই নয়, সমাজের কাছে তাদের অধিকার কী সেটা বিশ্লেষণ করেছেন; সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া- প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কেও তাকিদ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

'এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে : আমার প্রভু আমাকে হেয় করেছেন, এটা অমূলক; বরং তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান কর না এবং মিসকিনকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর তথা কুক্ষিগত করে ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস।'(সূরা ফাজর : ১৬-২০)

এ দ্বারা বোঝা গেল যে, ইয়াতিমের অধিকার আদায় করার সাথে সাথে তাকে সম্মানও করতে হবে। আমাদের সমাজে অনেকে ইয়াতিম মিসকিনকে তুচ্ছজ্ঞান করে, এটা অনুচিত। যেহেতু বিত্তশালীরা তাদের গার্ডিয়ানস্বরূপ, সুতরাং তারা বিবিধ উপায়ে অর্থাৎ দান-দক্ষিণার এবং তাদের যতেœর মাধ্যমে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে- এটাই কাম্য।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّـهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

'যখন আমি বনি ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও দীন দরিদ্রের সাথে

সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সদ্ভাবে কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, তখন সর্বমান্য ক'জন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, আর তোমরাই হলে অগ্রাহ্যকারী।'(সূরা বাকারা : ৮৩)

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিম্বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।'(সূরা বাকারা : ১৭৭)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمٌ

'তোমার কাছে তারা জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও : যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎ কাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা আছে।'(সূরা বাকারা : ২১৫)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আর একথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তুসামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত হিসাবে পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং ইয়াতিম, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমাদের

বিশ্বাস থাকে আল্লাহর ওপর এবং সে বিষয়ের ওপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফায়সালার দিনে, যে দিন সম্মুখীন হয়ে যাও উভয় সেনা দল। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।'(সূরা আনফাল : ৪১)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

'ইয়াতিমদের ধনসম্পদের কাছেও যেও না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়...।'(সূরা আনআম : ১৫২)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

'আর ইয়াতিমের সম্পদের কাছেও যেও না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'(সূরা বনি ইসরাইল : ৩৪)

مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

'আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধন-সম্পদ যেন তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।'(সূরা হাশর :৭)

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'...সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।'(সূরা বাকারা : ১৭৭)

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

'ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভাল মাল অদল বদল কর না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে গ্রাস কর না। নিশ্চয়ই এটা বড়ই মন্দ কাজ।'(সূরা আন্ নিসা : ২)

রাসূল (সা.) বলেছেন : 'সাবধান! জুলুম কর না। মনে রেখ, কারও পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা বৈধ হবে না।'(মেশকাত : ২৫৫)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا

'আর ইয়াতিমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। ইয়াতিমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ কর না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না।'(সূরা আন্ নিসা : ৬)

وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

'আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক কর না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকট আত্মীয় ইয়াতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ও গর্বিত লোককে।'(সূরা আন্ নিসা : ৩৬)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

'যারা ইয়াতিমদের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।'(সূরা আন্ নিসা : ১০)

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

'অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। তুমি কি জান, সে ঘাঁটি কী? তা হচ্ছে দাসমুক্তি। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান ইয়াতিম আত্মীয়কে অথবা ধূলি ধূসরিত মিসকিনকে।'(সূরা আল বালাদ : ১১-১৬)

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

'সুতরাং তুমি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হবে না। সওয়ালকারীকে ধমক দেবে না এবং তোমার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ কর।'(সূরা আদ দোহা: ৯-১১)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

'তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে। তারা বলে : কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।'(সূরা দাহর : ৮-৯)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে।' (সূরা আহ্কাফ : ১৫)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

'আপনি কি দেখেছেন তাকে যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।'(সূরা মাউন : ১-৩)

এ পর্যন্ত যে সব সূরা উল্লেখ করলাম, এর প্রত্যেকটি সূরার উদ্ধৃত অংশের শব্দমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, শুধু ইয়াতিম অনাথের কথাই নয়, অনেক প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, পথিক- মুসাফির, প্রতিবেশী, দাস-দাসী, আল্লাহর এবং মানবীয় অধিকার, মানুষের স্বভাব- চরিত্র, যাঞ্চাকারী ভিক্ষুক, অসহায় বন্দি প্রভৃতি বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে- যা আমাদের সমাজদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। একটি সুস্থ সমাজ ও এর দায়িত্বের জন্য এসব গুণা অপরিহার্য। তাই আল্লাহর সুন্দর সৃষ্টি মানব জাতির মধ্যে এ গুণাবলী প্রবিষ্ট না হলে

সে কাঙ্ক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। কুরআনের এই সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার ওপর ভর করেই গঠিত হতে পারে সে সমাজ। এছাড়া কুরআনের সামাজিক শিক্ষার আওতা যে কত বিশাল বিস্তৃত তা এসব আয়াত থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

সামাজিকতা এবং সামাজিক শিষ্টাচারের ব্যাপারে আল কুরআন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সূরা হুজুরাত অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, একবার বনি তামীম গোত্রের কতিপয় লোক রাসূল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাদের শাসক কে হবেন তা জানতে চেয়েছিল। তখন এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর কা'কা' ইবনে হাকিমের নাম এবং হযরত ওমর আকরা' ইবনে হাব্বাসের নাম প্রস্তাব করেন। এ নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটি এবং উচ্চৈঃস্বরে তর্কবিতর্ক হচ্ছিল যা আল্লাহর দৃষ্টিতে পছন্দীয় ছিল না, তাই অবতীর্ণ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

'মুমিনগণ। তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।'(সূরা হুজুরাত : ২)

এরপর বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ।'(সূরা হুজুরাত : ৪)

আসলে মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ এসব আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। পৃথিবীর সব মানুষ সমান নয়, আবার স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আচার-আচরণের মধ্যে তারতম্য ঘটে; তাই আল্লাহ্ নবীর মাধ্যমে তাঁর উম্মত তথা বিশ্বমানবকে সতর্ক করে দিয়েছেন, অবশ্য কুরতুবীর মতে আলোচ্য আয়াতসমূহ

অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে ৬টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন : সব ঘটনাই নির্ভুল। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন)

আমাদের সমাজের দিকে তাকালে আমরা এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারব। আমরা প্রায়শ দেখি কোন কোন লোক অন্যকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে বেসামাল এবং শিষ্টাচারবর্জিত আচরণ করে থাকে, প্রয়োজন ছাড়াও চিৎকার করে হাঁক ডাক করে থাকে যা নিতান্তই অশোভন। এছাড়া অশোভন ও অশালীন ভাষায় তর্কবিতর্ক করে সামাজিক পরিবেশকে কলুষ করে। অনেক সময় দেখা যায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে- মেয়েদের সম্মুখে এমন সব বিশ্রী ভাষায় প্রতিপক্ষ গালি দেয় যা একান্তই শালীনতার পরিপন্থী।

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

'মন্দের জবাবে তা-ই বল যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষে অবগত। বল, হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।'(সূরা মুমিনুন : ৯৬-৯৭)

وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

'রাহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে : সালাম।'(সূরা ফুরকান : ৬৩)

আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, কারও সাথে তাঁকে শরীক না করা, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার এবং দম্ভভরে পথ না চলা, আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা প্রভৃতি বিষয়ে হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, পবিত্র কুরআন তা এইভাবে উল্লেখ করেছে। এসব আয়াতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক শিক্ষাও রয়েছে প্রচুর।

সারকথা

একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করার পুর্বে যেমন প্রথমতলা অথবা বহুতল ভবনের ফাউন্ডেশন করতে হয়, তেমনি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র, সমাজ গঠন করতে হলে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবারের কোনো বিকল্প নেই। কাজেই সমাজবিজ্ঞানী ও ইসলাম বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে মানবসমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে পরিবার।

ইদানীং আমরা ভুলতে বসেছি, পারিবারিক বন্ধনের কথা। আমাদের মূল্যবোধ ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। পরিবারের প্রতি আমরা বৈষ্যমূলক নানা অন্যায়-আচরণ করছি। গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না পরিবারের বড়দের। স্নেহসুলভ আচরণ করছে না বড়রা ছোটদের প্রতি। অথচ ইসলামে বলা হয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ইসলামের বিধানে তার সবকিছু বিদ্যমান। ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হলো আল্লাহ তাআলার মহা অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে সমাজ থেকে মহামারীর আকার ধারণকারী-পরকীয়া, লিভটুগেদার, মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণপরবর্তী হত্যা, অবৈধ ভালোবাসায় ব্যর্থদের আত্মহত্যাসহ সকল প্রকার অপরাধ প্রবণতা এবং জীবনের শেষ সময়ে বৃদ্ধাশ্রমের মতো দুঃখী জীবন যাপন চিরতরে-নির্মূল হবে। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

আদর্শ ও উত্তম পরিবার গঠনে পরিবারের দায়িত্বশীলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বনবির ছোট্ট একটি হাদিসের মাধ্যমে তা তুলে ধরতে চাই। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি একটি দিনার আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দিনার ক্রীতদাস মুক্তিতে ব্যয় করেছ, একটি দিনার মিসকিনকে দান করেছ এবং একটি দিনার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। এ খরচ করা দিনারগুলোর মধ্যে নিজ পরিবারের লোকদের জন্য খরচ করা দিনারের মূল্য প্রতিদান লাভের দিক থেকে সর্বোত্তম।'(মুসলিম)

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান অনুযায়ী পরিবার গঠন করলে সে পরিবার হবে একটি আদর্শ ও সর্বোত্তম পরিবার। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সুন্দর পরিবার গঠনের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরে কুরআন হাদিসের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরার-তাওফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র

১)রহিম,আব্দুর। পরিবার ও পারিবারিক জীবন। খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৩।

২)লেখকের নাম: অধ্যাপক সিরাজুল হক

শিরোনাম: "আল কুরআনের সামাজিক শিক্ষা"

ওয়েবসাইট: http://alhassanain.org/bengali/?com=content&id=888

প্রকাশনার তারিখ: 2016-01-31 10:30:11

৩)লেখকের নাম: মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র.)

শিরোনাম: " পরিবার ও পারিবারিক জীবন"

ওয়েবসাইট: https://www.bjilibrary.com/2587#ftoc-heading-1

৪)লেখকের নাম: সাংবাদিক ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে গবেষক

শিরোনাম: " ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার প্রথার গুরুত্ব"

ওয়েবসাইট: https://banglanews24.com/islam/news/bd/488824.details

প্রকাশনার তারিখ: ১৪৪২ ঘণ্টা, মে ১৫, ২০১৬

৫)লেখকের নাম: ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

শিরোনাম: " পারিবারিক বন্ধনে সম্প্রীতির জীবন"

ওয়েবসাইট: https://www.nayashatabdi24.com/religion-and-life/44594

প্রকাশনার তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ০০:৫২

৬)লেখকের নাম: কে. এম. জিয়াউল হক

শিরোনাম: " ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব"

ওয়েবসাইট: https://www.jagonews24.com/religion/news/99110

প্রকাশনার তারিখ: ১০:২৬ এএম, ১৫ মে ২০১৬

৭)লেখকের নাম: রোকন উল হক

শিরোনাম: " সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ভূমিকা"

ওয়েবসাইট:

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=75&chapter=9492

৮)লেখকের নাম: মো. সাইদুল ইসলাম

শিরোনাম: " নৈতিক শিক্ষার প্রধান উৎস পরিবার"

ওয়েবসাইট: https://www.protidinersangbad.com/religion-and-life/374459

প্রকাশনার তারিখ: ০৬ জানুয়ারি, ২০২৩

৯)লেখকের নাম: শাহনাজ আরফিন

শিরোনাম: " ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের তাৎপর্য"

ওয়েবসাইট:

https://www.iranmirrorbd.com/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0/

প্রকাশনার তারিখ: ২৪শে নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১০)লেখকের নাম: Abdu Rajjaq Dinajpur

শিরোনাম: " ইসলামী পারিবারিক জীবন”

ওয়েবসাইট: https://bangla.islamonweb.net/islamic-family-life

প্রকাশনার তারিখ: Aug 13, 2020 - 13:34

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111371112/